টার্গেট সঠিক

নুরুল্লাহ্ মাসুম

আমার ছোড়া ঢিলটা যথাস্থানে আঘাত হেনেছে বলেই মনে হয়। ঠিক যেন মৌচাকে ঢিল ছোড়া। দিগন্তকে উদ্দেশ্য করে কিছু লিখতে গিয়ে আমি এখন অনেকের আলোচনার বিষয়। ভাবতে একেবারে মন্দ(!) লাগছে না। আসরে নতুন হয়েও অনেকের মাথাব্যাথার কারন হয়ে উঠেছি অল্প সময়ে।

ডঃ জাফর বেশ কয়েকদিন বিরতির পরে লিখতে বসেই আমায় নিয়ে লিখলেন, যদিও কোথায়ও তিনি আমার নাম উল্লেখ করেন নি। তবে লেখাটা পড়লে পরিস্কার বোঝা যায় একমাত্র উদ্দেশ্য আমি। এটা এক প্রকার গর্বেরও(!)বটে। ডঃ জাফরের মত লেখক যখন পুরো একটা লেখাটা আমাকে নিয়ে লেখেন তখন সংগত কারনেই বুঝতে পারি আমি তাদের প্রতিপক্ষ(!) হয়ে গেছি। আসলেই কি আমি তাদের প্রতিপক্ষ হতে চেয়েছি?

আমি আসরের প্রথম লেখাটা পাঠিয়েছিলাম ডঃ জাফরের লেখায় বানান ভুল ধরার জন্য নয়, তিনি ভিন্নমত সম্পাদকের যে সমালোচনা করেছিলেন তার উত্তর দেবার জন্য। প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর দু'একটা বানান ভুলের উদাহরণ দিয়েছিলাম এবং আমার সে লেখাতেও একটা বানান ভুল ছিল। আমি সেখানে বলেছিলাম ভিন্নমত সম্পাদাকের "ম্যানেজার" এর দায়িত্ব পালনটা "সম্পাদক" এর দায়িত্ব পালনের চেয়ে ভাল, একারনেই আমার পুরো লেখাটা ছিল সে সম্পর্কে। যদিও ভিন্নমত সম্পাদক সাহেব মাঝে মধ্যে হেডিং বদলে দিয়ে সম্পাদকের সামান্য দায়িত্ব পালন করছেন বটে। অবশ্যই আমি অস্বীকার করবো না যে, আমি ব্যাকরণ ও সন্ধি নিয়ে কথা বলিনি সেখানে। বলেছি, সেটা ছিল প্রসঙ্গক্রমে। আশাকরি ডঃ জাফর তা বুঝেছেন। বুঝলে কি হবে, তিনি তার ধীশক্তি দিয়ে (যেটা আমার নেই) ওটার দিক পরিবর্তনে তিনি সক্ষম হয়েছেন। আর সে কারণেই শত ব্যস্ততার মধ্যেও যখন সময় পেলেন, প্রথমেই কলম ধরলেন আমার মত "নব্য লেখক" এর বিরুদ্ধে।

ইসলামিস্টরা অচ্ছুৎ কিনা ডঃ জাফর প্রশ্ন করেছেন। যদি অচ্ছুৎই না হবে তবে কথায় কথায় "রাজাকার" স্টাইলে "ইসলামিস্ট" শব্দটা ব্যবহার করেন কেন আপনারা। আপনাদের কথার সাথে সায় না দিলেই অন্যরা হয়ে যায় ইসলামিস্ট। তাছাড়া যাদেরকে তিনি লিখবেন, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জানা দরকার বলেছেন তিনি। বেশতো, "ইয়াহু আইডি" ধরে প্রোফাইলটা চেক করে নিতে পারেন। ওখানেই পাবেন সবটা। আমার আইডি, লেখক নাম কোনটাই ছদ্ম নয়। যে যেটা নয়, সেটা বললে খারাপ লাগতেই পারে। আপনাদের আমেরিকার দালাল বললে যেমন লাগে, তেমন করে আমার লাগে না, লাগে অন্য ভাবে। কারণ ইসলামিস্টরাও আমাকে পছন্দ করে না। আমার সম্পর্কে জানতে চাইলে ব্যাক্তিগত পত্রালাপ করতে পারেন, যদি ইচছা ও সময় থাকে আপনার। আপনাদের কথার বিপক্ষে গেলেই তাদের আপনারা "ইসলামিস্ট" বলে তাচ্ছিল্য করেন। অথচ আপনি ভাল করেই জানেন আপনাদের মত "মুক্তমনা" আর "ইসলামিস্ট"দের গুরু একই গোষ্ঠী, জাকারিয়া স্বপন "ই-মেলা"তে যাদের বলেছেন "কর্পোরেট আমেরিকা"। আশাকরি এবিষয়ে বিশী কিছু বলতে হবে না।
নব্য লেখকেরা ভিনদেশী সাহিত্য পড়ে না, এমন ধারণা ডক্টর সাহেবের হল কি করে? বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক "অশ্লীলতা" বিবর্জিত নয়, এটা আমার জানা আছে। আমি কিন্তু ভাই সাহিত্যিক নই। সদালাপের পাতায় যে দু'টো কবিতা দেখে আপনি বলেছেন "চটুল প্রেমের কবিতা লিখলেই মুক্তমনা হওয়া যায় না", সে প্রসঙ্গে বলছি; স্কুল পেড়িয়ে কলেজে ওঠার সময়টাতে দু'চারটা কবিতা লেখেনি এমন বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী মেলা কষ্টের। কি কারণে তখন তারা কবিতা লেখে তা ভাল বলতে পারবেন মনোবিজ্ঞানীরা। সত্য কথা হলো ওসময়টাকে সবাই কমপক্ষে একটা হলেও কবিতা লেখে বা লেখার চেষ্টা করে। আমিও ঐ পর্যায়ে কিছু লিখেছিলাম। জানিনা সেগুলো কবিতা হয়েছে না "ভেঙ্গে দেয়া চরণে গদ্য" হয়েছে। অবশ্য সেগুলো দু'একটা লাইনো-মনো টাইপোগ্রাফীর পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। যাগগে সেকথা। ভিন্নমত-এ আপনাকে নিয়ে আমার প্রথম লেখাটা ছাপা হবার পরই "বাংলা আমার" সম্পাদক ব্যাক্তিগত পত্র দিয়ে "সাহিত্য কর্ম" পাঠাতে বলেছিলেন, সেকারনেই আমার একটা পদ্য ওখানে পাঠানো। পরে অবশ্য সদালাপ ও মরুপলাশেও পদ্য প্রকাশ পেয়েছে। অথচ সেই পদ্য নিয়ে আপনি চমৎকার ব্যঙ্গ করলেন আপনি। আমি আগেই বলেছি আমার নামের আগে কোন পদবী বা উপাধী নেই, এমনকি পৈত্রিক উপাধী, যাকে আপনারা বলেন "ফ্যামিলি নেম" তাও আমি ব্যবহার করি না। তার পরও আমার "লাস্ট নেম" নিয়ে আপনার গোত্রের লেখকেরা(?) কত কথাই না বললেন।

ভাবতে ভালই লাগছে ই-কাগজে আমার হাজিরার এক মাস অতিক্রান্ত হবার আগেই বেশ কয়েকজন(?) লেখক আমার সমালোচনা করলেন। এটা একটা বড় পাওনা বটে। মহা নায়ক শেরে বাংলা ফজলুল হক, যাঁকে ছেলে বেলা থেকেই "হক সাহেব" বলে জেনে এসেছি, তাঁর একটা কথা এক্ষণে মনে এলো। তিনি নাকি বলতেন, "আম গাছে ফল ধরে বলে সবাই সেখানে ঢিল ছোড়ে, কেওড়া গাছে কেউ ঢিল ছোড়ে না। তুমি কাজ করবে আর তার সমালোচনা হবে না, তা কি করে হয়?"।

কলকাতার বাবুদের সম্পর্কে আমার মন্তব্যে ডক্টর সাহেব ব্যাজার হয়েছেন। আমি কিন্তু গণহারে কথাগুলো বলিনি। আপনার জানার কথা নয় পশ্চিম বঙ্গে আমার কতজন (হিন্দু) বন্ধু আছেন, যারা ঢাকায় এলে এখনো আমার বাড়ীতে থাকেন, আমি তাঁদের বাড়ীতে থেকেছি বহুবার। সেখানে জাতপাতের কোন সমস্যা কখনোই হয়নি, যদিবা তাঁদের অনেকেই কুলিন বংশের ব্রাহ্মক্ষাক্ষ্মণ। একজনের কথাই বলি, শহীদ তিতুমীরের প্রধান প্রতিপক্ষ সে সময়ের জমিদার(উত্তর চাব্বশ পরগনা জেলাধীন বসিরহাট মহাকুমার অন্তর্গত) কালিপ্রসন্ন রায়ের ভিটেয় প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ আমলের পৌরসভা "টাকী"র টানা তিন টার্মের (১৫ বছর) পুরপ্রধান(চেয়ারম্যান) সুরেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার সাথে আমার "তুমি-তুমি" সম্পর্ক, তাঁর স্ত্রী আমাকে "মাসুম ভাই" বলে ডাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দিগন্তের "ফতেমোল্লা দা, জাফর দা'র মত "মাসুম দা" বলে কখনোই সম্বোধন করেন না। পক্ষান্তরে আমি সুরেন কে "সুরেন দা" বলেই ডাকি, তাঁর স্ত্রীকে ডাকি "বৌদি" বলে। ওখানকার সর্বশেষ জমিদার পরিবারের "দীপক দা, ডাঃ প্রদীপ, মাস্টার শিশির অথবা খোকন, সংগঠক শ্যামল লাহীড়ি, লাইব্রেরিয়ার শ্যামল দাস, ডাঃ প্রদীপের স্ত্রী মায়া, ...আর কত নাম বলবো? হাওড়ার শ্যামল কারক, দার্জিলিং এর "ডন বসকো" স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রী কাস্যাপ, শিলিগুড়ির করুনা বাবু, ...তালিকা দীর্ঘ করার দরকার নেই। ওঁরা সবাই জানে আমি কি? আমি বলেছিলাম কলকাতার সেই সব বাবুদের কথা যারা দিগন্তের মত মনভাব পোষণ করেন। যারা আজো মনে করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ওরা এনে দিয়েছে। অথচ দেখুন টাকীর বর্তমান পুরহিত দিলীপ ঘোষ ৭১ সালে কত বীর মুক্তিযোদ্ধার কথা স্মরণ করে আমায় বলেছিলেন, "আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার"। আশাকরি বুঝবেন আমি কলকাতার মানে পশ্চিম বাংলার কাদের বিষয়ে অমন মন্তব্য করেছি। ওরা হল ওখানকার মৌলবাদী, যেমনটা আমাদের এখানেও আছে।

আরেকজন লেখক জানতে চেয়েছেন আমি তিতুমীরের বাড়ী কোথায় জানি কি না? তাঁর উদ্দেশ্যে বলছি, আপনি নারিকেলবাড়িয়ার নাম শুনেছেন? আমি তিতুমীরের স্মৃতি বিজরিত নারিকেলবাড়িয়া ঘুরে এসেছি বহু আগে, মোটর সাইকেলে করে, কেননা বাস বা গাড়ী সেখানে যায় না। এনকি তখন পর্যন্ত রাস্তাটাও ছিল কাঁচা। সেখানকার তিতু স্মৃতি পাঠাগারও দেখে এসেছি। এবার বুঝুন তিতুমীর কোন দেশের লোক তা আমি জানি কিনা? আসলে দিগন্তের "মুসলমানরা বৃটিশের দালালী করেছিল" কথার উত্তরে বলেছিলাম "বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রথম শহীদ একজন মুসলমান", তিনি কোন দেশের সেটাতো আলোচনায় আসার কথা নয়। মূল বিষয় হচেছ মৌচাক ঢিল ছুড়েছি, দংশনের আশংকাতো থাকবেই। আর সেটা হবে-হচেছ ঝাঁকে-ঝাঁকে। রেহাই মিলবে কি করে।

প্রসংগক্রমে বলতে হচেছ ইতিহাস জানতে ইতিহাসের ছাত্র হতে হয় না। যেহেতু আপনারা(সেই লেখককে বলছি, ডঃ জাফরকে নয়) ভিনদেশের লেখকদের লেখা পড়ে অভ্যস্ত, দয়া করে দেশের ইতিহাসটা পড়ে দেখবেন, বাংলা ভাষার উৎকর্ষতা এসেছিল মুসলিম শাসকদের আমলেই।

আর যারা গালিগালাজ করে লেখেন তাদের লেখার জবার দেবার মানসিকতা আমার নেই, সে কথা আগের এক লেখায় বলেছি।

আরেকজন লেখক আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কে নিয়ন্ত্রন করেন সে বিষয়ে আমাকে অবহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ধন্যবাদ অমিত আপনাকে। কিন্তু আপনি বলুনতো আমার কোন লেখায় আমি বিষয়টা জানতে চেয়েছিলাম? প্রসংগক্রমে একটা গল্প মনে এলো। আশাকরি পাঠক ধৈর্য্যহারা হবেন না।

॥ গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক বহুদিন পরে এক পোয়া(এ সেরের চার ভাগের এক ভাগ) গরুর মাংস এনেছে বাড়ীতে। ধুমধামের সাথে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে খাবে। ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন নয়। হতভাগা বিড়াল সে মাংস খেয়ে ফেলল রান্না করার আগেই।

কৃষক গিন্নী কি আর করে। ভয়ে অস্থির। ভয়ে এবং রাগে বিড়ালটকে ধরে জবাই করে রান্না করে রাখল। তার একমাত্র ছেলে বিষয়টি জানে। খেতে বসে মাংস কেমন লাগছে বাবার প্রশ্নের উত্তরে ছেলে বলছে, "হাচা কথা কইলে মায় পিডানী খায়, মিছা কইলে বাবার বিলাই(বিড়াল) খায়"॥ গল্পটা এখানেই শেষ। পাঠক অনেকেই হয়ত গল্পটা জানেন। আমি সাহিত্যিক নই, সুন্দর করে বলতে না পারলেও বিজ্ঞ পাঠক বিষয়বস্তু বুঝে গেছেন ইতোমধ্যে আশা করি। আমার বর্তমান অবস্থাটা এখন অমনতরো। কি বলি, কাকে বলি। "হাচা কইলে একদলের মন খারাপ হবে, মিছা কইলেও তাই", আমি এখন কোথায় যাই?

অমিত এর লেখাটা পড়ে আমার ভিমরি খাবার অবস্থা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কার কাছে দায়বদ্ধ, তা জেনে আমার কি হবে? আমি ভাবি, আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী জনতার ভোটে জিতে ক্ষমতায় যাবার পর কিভাবে সেই জনতাকে লাঠিপেটা করে? ভোটের পরে বেসরকারী ও সরকারী ফলাফল কি করে দু'রকম হয়? ভোটার বিহীন ভোটে কি করে আমাদের নেতারা নির্বাচিত হন? উপজেলা চেয়ারম্যান হতে হলে(এরশাদ আমলের কথা বলছি) স্নাতক হতে হবে সেখানে টিপসই দেয়া মানুষটি কি করে আইন প্রণেতা অর্থাৎ সংসদ সদস্য হন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিতর্ক করার জন্য যদি আপনাদের প্রতিপক্ষ তৈরী করার দরকার হয়, তা আপনারা করতে পারেন। বিতর্কের বিষয়টাও আপনারা নির্ধারণ করে দিতে পারেন। কিন্তু সে প্রতিপক্ষ কতদিন টিকবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আপনার লেখার শুরুতেই আপনি স্বীকার করেছেন প্রতিপক্ষ রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছেন। তবে আপনার লেখায় যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন সে বিষয়ে সুযোগ পেলে আলোচনায় অংশ নেব। জানিনা আপনার আকাংখিত প্রতিপক্ষ হতে পারবো কি না।
শেষে একটা কথা বলতে চাই, গঠনমূলক সমালোচনাকে আমি সবসময় স্বাগত জানাই। অযথা এবং বাজে বকে সময় নষ্ট করার মানসিকতা আমার নেই। আলোচনার মুল পয়েন্ট থেকে সরে গিয়ে "ধান বানতে শীবের গীত গাওয়ার" মতকরে কোন আলোচনায় আমি যেতে চাই না। আমি জানি ঢিল যখন মৌচাক ঠিক ভাবে আঘাত হানে, তখন মৌমাছির দংশন খেতেই হয়। জাকারিয়া স্বপনের ভাষায় "কর্পোরেট আমেরিকার" সতীর্থদের বিরুদ্ধে কথা বললে সমুহ বিপদের সম্ভাবনা তা আমি ভাল করেই জানি। আরেকটা কথা বলে আজকের লেখা শেষ করতে চাই, আমি আমার লেখার সব সময় বলে আসছি "একটা বিশেষ গোষ্ঠী"র হয়ে আপনারা কাজ করছেন, সেটা হচেছ এই কর্পোরেট আমেরিকা, যারা তাদের প্রয়োজনে "মুক্তমনা" এবং "ইসলামিস্ট" দু'ই তৈরী করে থাকে। অথচ এরা কেউই জানেনা তাদের প্রতিপক্ষের গুরু আর নিজ গুরু একই।

সবাই ভাল থাকুন।

দুবাই, ১৪-১০-২০০৩